بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم

ফিলিস্তিনের "কাছছাম ব্যাটালিয়ান"এর কর্মতৎপরতার প্রসঙ্গ

আনসারুল্লাহ বাংলা টীম কতৃক অনূদিত

প্রশ্ন: ৮

উত্তর প্রদান করেছেন শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি

প্রশ্নঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমাদের সম্মানিত শাইখ, ,

ফিলিস্তীনের "হামাস" শাসিত সরকার ও স্বনিয়ন্ত্রিত নিরাপত্তা সংগঠনগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই "কাছছাম" ব্যাটালিয়ানের অপতৎপরতার বিষয়টি শিরোণামে চলে আসে। এক সময়কার মুসলিম প্রীত ও স্বনামধন্য এ বাহিনীর সদস্যরা আজ নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা করে রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ অপারেশানগুলোতে মুরতাদ পুলিশ বাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে। যার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে "হাই সাবরা" এবং "মসজিদে বিন তাইমিয়া"র দুর্ঘটনা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঐ বাহিনীর সদস্যদের বিচার করলে সাথীগণ বলতে থাকে যে, প্রথমে অবশ্যই আমাদেরকে পরখ করে নিতে হবে যে, কোনটা সরকার, কোনটা সংগঠন আর কোনটা হামাস। বাস্তবে সংগঠনভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাছছাম সদস্যদেরকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ান না ধরে জনসাধারণের সহযোগী মনে করে থাকি। অথচ এই কাছছাম বাহিনী- ই মুরতাদ সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পুলিশের মত শতভাগ কাজ করে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই কাছছামকে কি আমরা শুধু নামের গুণেই বিচার করে ফেলব..? নাকি কর্ম দেখে ফতোয়া দেব..? কাছছাম বাহিনীর পুলিশের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার বিষয়টি কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। তারাই আজ স্থানে স্থানে একত্ববাদে বিশ্বাসী বেসামরিক মুসলমানদেরকে হত্যা করে চলেছে। ইহুদীদের অরক্ষিত সীমান্তকে রক্ষা করে চলেছে; বরং মুরতাদ নেতাদেরকে পর্যন্ত তারা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা প্রদান করে চলেছে। তাদের এবং পুলিশের কর্মকান্ডের মধ্যে এখন আর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উল্লেখ্য যে, এমন অনেক সদস্য আছে যারা দিনের বেলায় পুলিশের ডিউটি আর রাতে কাছছামের হয়ে কাজ করে থাকে।

পাশাপাশি হামাস নিয়ন্ত্রিত পুলিশ বাহিনী থেকে বের হয়ে কেউ যদি কাছছাম ব্যাটালিয়ানে যোগ দেয়, এরপর তাদের হাতে "সাবরা" ও "মসজিদে বিন তাইমিয়া"র মত দুর্ঘটনা ঘটে এবং নির্বিচারে তারা মুসলমানদেরকে হত্যার মত জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়, তবেও কি অপারেশানের সময় পুলিশ এবং কাছছাম বাহিনীর মাঝে আমাদের পার্থক্য করে নিতে হবে. . ??! !

অবশেষে সম্পাদক সমীপে আমার আবেদন থাকবে- ফিলিস্তীনের নিরীহ নিরপরাধ মুসলমানদেরকে সান্ত্বনার বাণী শুনাতে এবং অসভ্য ইহুদী জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সহযোগীতার লক্ষে তাদের প্রতি আপনারা অবশ্যই কিছু না কিছু লিখবেন..!! আপনাদের এই সান্ত্বনাই হামাসের মুখে জড়িয়ে থাকা ঐ কালো মুখোশটাকে একদিন জনগণের সামনে উন্মোচন করে দেবে। দোয়া করবেন- নিরীহ ফিলিস্তীনীরা যেন এক তাওহীদের পতাকাতলে জড়ো হয়ে যায়। যালেমদের উপর যেন আল্লাহর শত অভিশাপ বর্ষিত হয়। মজলুমের দোয়া কখনোই বৃথা যায় না। যতই প্রতাপশালী হোক; যালেম একদিন না একদিন ধ্বংস হবেই...! !

উপরোক্ত বিষয়টির সুস্পষ্ট সুরাহা দিয়ে আমাদের সম্মানিত করবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন...।।

মাআস সালাম....

আবূ কাফাহ

উত্তর

الحمـــد لله والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله....

বাস্তবতা এবং তৎপরতার আলোকেই সবকিছুকে আমরা বিচার করব; শুধুমাত্র কথাবার্তা বা নামের গুণে কাউকে বিচার করার কোন অবকাশ নেই। কাছছাম বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমাদের কড়া সতর্কবাণী থাকবে যে, আল্লাহর শরীয়ত থেকে বিমুখ হয়ে যে সরকার স্বরচিত শাসননীতি এবং গণতন্ত্রের পূজারী হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনারা কোনভাবেই সহায়তা করবেন না। সরকারী বাহিনীর কাতারে দাড়িয়ে নিরপরাধ মুসলিমদের হত্যা লীলাখেলায় মেতে উঠবেন না।

তবে যদি এমন পাওয়া যায়... তাহলে আমরা তাকে সরাসরি কাফের বলব না।

কিন্তু গাজায় অবস্থানকারী আমাদের সাথীবর্গের বক্তব্য তো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তারা বলছে যে, এ রকম মুনাফিক চরিত্রের সদস্য তো কাছছাম বাহিনীতে আমরা দেখি না। আর কাছছাম বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরপরাধ কোন মুসলমানকে হত্যা বা মুরতাদ সরকারকে সহযোগিতার তথ্যটিও সঠিক নয়। তবে হ্যাঁ.. এমন হতে পারে যে, পূর্বে সে কাছছামের সদস্য ছিল, কিন্তু চারিত্রিক কোন দুষ বা অপরাধের কারণে সে বহিস্কৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তার নামটি এখন পর্যন্ত লিস্টে রয়ে গেছে। এরমক বহিস্কৃত ব্যক্তি পুলিশে যোগ দিয়ে বা অন্য কোন পন্থায় যদি দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে মানুষ তো কাছছামকে দোষ দিবেই। মানুষ তো আর জানে না যে, কে আসলো আর কে গেলো ! !

তবে পরিস্থিতি যাই হোক... স্বরচিত শাসননীতি বা গণতন্ত্রের মত মূর্তিকে যে সহযোগিতা করল, নিরপরাধ মুসলিম এবং মুজাহিদীনকে ছেড়ে ওদের সহায়তা করল, অবশ্যই সে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফুরীতে লিপ্ত হল। শুধুমাত্র ইসলামী নাম রাখলেই যে তাকে কাফের বলা হবে না এমন কোন কথা নেই। শুধু ওছীলা বা নামকরণ কখনোই প্রকাশ্য কুফুরীকে রুখতে পারে না।

গাজার সাম্প্রতিক সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গাজাবাসীকে আমরা ধৈর্য, সবর ও আল্লাহর কাছে মিনতির আহবান জানাচ্ছি। জোশের বশবর্তী হয়ে হামাসের বিরুদ্ধে এখনোই কাউকে সংঘাতে না জড়াতে অনুরোধ করছি। "মসজিদে বিন তাইমিয়া"তে যা ঘটেছে, সে ব্যাপারে সাথীদের পাঠানো বিবৃতি মতে তা আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ছিল। আগেভাগে গিয়ে তারা সংঘাতে জড়ায়নি এবং এরকম কোন চেষ্টাও করেনি।

জিহাদ এবং সংগ্রাম একমাত্র ইহুদীদের বিরুদ্ধেই... কথাটি সবসময় ওখানকার মুজাহিদীনকে ভাল করে স্মরণ রাখতে হবে। এটাই আপনাদের যুদ্ধ। বাদবাকী যা, তা শুধু ইহুদীদের হত্যার রাস্তা প্রশস্ত করবে (যেমনটি আপনি বললেন- হামাসের মুখে জড়িয়ে থাকা ঐ কালো মুখোশটাকে একদিন জনগণের সামনে উন্মোচন করে দেবে), আক্রমণ প্রতিহত করতে বা প্রয়োজনের খাতিরে করতে হবে।

আল্লাহ তালা সকল মুজাহিদীনকে এক কালেমার পতাকাতলে একত্রিত হয়ে জিহাদ চালিয়ে যাবার তওফীক দান করুন..!! আমীন. . ! !

শরীআহ কমিটি

মিনবার আল- তাওহীদ ওয়াল জিহাদ